গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৯ বর্ষ ২ সংখ্যা | ৭ - ১৩ আগস্ট ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে কলকাতায়

প্রবল দুর্যোগ মাথায় নিয়েও বিশাল সমাবেশ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বিশাল সমাবেশ। ৫ আগস্ট

‘এই দলটা আন্দোলনের সামনের সারিতে সব সময় থেকেছে, সব সময় থাকবে। এই দল লাঠি-গুলির সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করে যাবে। আমি একদিন থাকব না, এই মঞ্চে যাঁরা বসে আছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরাও একদিন থাকবেন না। কিন্তু মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া এস ইউ সি আই (সি)-র লড়াই চলবে। সত্যের শক্তি অমোঘ। সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই দলের সংগ্রামী বামপন্থার রাজনীতি জনগণকে বিপ্লবের রাস্তায় দীক্ষিত করে চলবে’। ৫ আগস্ট প্রবল বর্ষণের অঝোর ধারায় ভিজতে ভিজতেও গভীর মনোযোগী ৩০ হাজারের বেশি মানুষের সমাবেশে কথাগুলি বললেন এস ইউ সি আই (সি)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

৫ আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৫১তম স্মরণ দিবসে সারা দেশের সাথে কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে

চারের পাতায় দেখুন

দিল্লির ছাত্র-যুব আন্দোলন যে শিক্ষা রেখে গেল

ক’দিন আগেও একের পর এক রাজ্যে ক্ষমতার দখল নিয়ে শাসক বিজেপি নিজেকে অমিত শক্তিধর প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। প্রশাসনিক-আর্থিক ক্ষমতার জোরে, ইডি, এনআইএ, সিবিআইকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী দলগুলির সাংসদ এবং বিধায়কদের ভাঙিয়ে এনে নিজের দল ক্রমাগত ভারী করে তুলেছে। সংখ্যার এই বদলকেই তারা জনগণের সমর্থন-বদল হিসাবে, অর্থাৎ বিরোধী দলগুলির থেকে শাসক বিজেপির দিকে জনগণের আস্থার বদল হিসাবে তুলে ধরেছে। অন্য দিকে, যে ভাবে তারা জনস্বার্থকে দু’পায়ে মাড়িয়ে চলেছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর পরিবর্তে বিরোধী দলগুলি সংসদীয় তরজার মধ্যেই নিজেদের আটকে রেখেছে। অথচ আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, ভয়াবহ বেকারত্ব, শিক্ষা-চিকিৎসার লাগামছাড়া বেসরকারিকরণ সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। শোষণ-জর্জরিত মানুষ প্রতিকারের আশায় অসহায়ের মতো দিন গুনছে। ঠিক এমন সময়ে দিল্লির যন্তর-মন্তরের সাম্প্রতিক ছাত্র-যুব আন্দোলন প্রমাণ করে দিল বিরোধিতার শক্তি শুধু বিধায়ক-সাংসদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। এবং তা শুধু আইনসভার চার দেওয়ালের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষের সীমাহীন দুর্দশা দেখেও যখন ‘নির্বাচিত’ বিধায়ক-সাংসদরা চুপ করে থাকেন, শাসক শ্রেণির সাথে বোঝাপড়ার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত থাকেন, তখন সরকারি শোষণ-বঞ্চনার নির্মম শিকার ছাত্র-যুব সহ দেশের সাধারণ মানুষের ধূমায়িত বিক্ষোভ তার জ্বলে ওঠার উপায় ঠিক বের করে নেয়। যন্তর-মন্তরের বিরাট ছাত্র-যুব আন্দোলন তারই স্পষ্ট প্রমাণ রেখে গেল।

বিরোধী দলগুলি আসল বিরোধী নয়

নিট পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের গা-ছাড়া মনোভাব শুধু ভুক্তভোগী ছাত্রদেরই নয়, গোটা ছাত্র-যুব সমাজকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। সেই ক্ষোভ ফেটে পড়ে যখন সিজেপি নামের একটি অনলাইন পার্টি তার বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তর-মন্তরে

দুয়ের পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশে কৃষক আন্দোলনের জয়ে অভিনন্দন এআইকেকেএমএস-এর

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) মুগ ডাল সরকারিভাবে কেনার দাবিতে এবং সার বিতরণের ই-টোকেন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে কৃষকদের সফল আন্দোলনের জন্য এআইকেকেএমএস রাজ্যের সমস্ত কৃষকদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়েছে। এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সম্পাদক মনীশ শ্রীবাস্তব ৩০ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, এই জয় কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং দাবি আদায়ের লড়াকু মানসিকতার ফলে অর্জিত হয়েছে।

কৃষক আন্দোলনের চাপে পড়ে মধ্যপ্রদেশ সরকার গ্রীষ্মকালীন মুগ ডালের সরকারি সংগ্রহের সীমা ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করতে বাধ্য হয়েছে। পাশাপাশি সার বিতরণের ই-টোকেন ব্যবস্থা সাময়িকভাবে স্থগিত করা, মুগ ডালের স্লট বুকিংয়ের সময়সীমা ১০ আগস্ট পর্যন্ত এবং কেনার শেষ তারিখ ২০ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তিনি বলেন, সমস্ত কৃষকের উৎপাদিত সব ফসল যাতে ন্যায্য মূল্যে কেনা নিশ্চিত হয়, তার জন্য আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। সারের জন্য চালু করা ই-টোকেন ব্যবস্থা কৃষকদের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলেছিল। চাষের এই গুরুত্বপূর্ণ মরশুমে অনলাইন টোকেন ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং দূরবর্তী বিক্রয়কেন্দ্রগুলির কারণে কৃষকদের চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। তাই ই-টোকেন ব্যবস্থা স্থগিত হওয়াটাও কৃষক আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি।

এই আন্দোলন আবারও প্রমাণ করল যে, কৃষকরা সংগঠিত হয়ে তাঁদের ন্যায্য দাবির জন্য লড়াই করলে সরকার তাঁদের কথা শুনতে বাধ্য।

দিল্লির ছাত্র-যুব আন্দোলন

একের পাতার পর

আন্দোলনের ডাক দেয়। তদন্তে দোষীদের শাস্তি এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি রোধ নিশ্চিত করার মতো সম্পূর্ণ ন্যায্য এবং গণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হলেও ক্রমে অন্যতম দাবি হয়ে ওঠে ঘটনায় মূল দায়ী শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের লাগাতার অনশন আন্দোলনকে মানুষের আবেগের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। আন্দোলনকে দুর্বল করার লক্ষ্যে সরকার ওয়াংচুককে পুলিশ দিয়ে জোর করে যন্তর-মন্তর থেকে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার পরিবর্তে এই ঘটনা তাতে ঘি ঢালে। হাজারে হাজারে ছাত্র-যুব শুধু দিল্লি নয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে এসে আন্দোলনে যোগ দেয়। বিজেপি সরকার আন্দোলনকে ভেঙে দিতে নির্মম দমন-পীড়ন চালিয়ে ছাত্র-যুবদের ক্ষত-বিক্ষত করে। নির্বিচারে লাঠি-টিয়ার গ্যাস-জল কামান, এমনকি ছররা গুলি পর্যন্ত চালায়। পুলিশি বর্বরতা দেশের মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়। ক্ষোভে ফেটে পড়ে মানুষ। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যে রাজ্যে। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ কাঁপন ধরায় 'দোর্দণ্ডপ্রতাপ' বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের বুকে। যে সরকার বেপরোয়া ভাবে ঘোষণা করেছিল— কোনও মতেই শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করবেন না, গোটা বিজেপি সরকার শিক্ষামন্ত্রীর পিছনে রয়েছে। এমনকি এক সপ্তাহ আগে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সার্টিফিকেট দেন যে, জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণে ধর্মেন্দ্র প্রধান অসাধারণ কাজ করেছেন। সেই সরকারই ছাত্র-যুবদের সাথে বার বার আলোচনায় বসতে বাধ্য হল শুধু নয়, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগেও বাধ্য হল। এই আন্দোলন আবার প্রমাণ করল, যত বড় উদ্ধত সরকারই হোক, ন্যায়সঙ্গত শক্তিশালী গণআন্দোলনের কাছে তা মাথা নিচু করতে বাধ্য। গণআন্দোলনের সামনে এই সরকারকে দেশের মানুষ মাথা নত করতে দেখেছিল ২০২০-২১ এ দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে। এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গে ১৯ বছর আন্দোলন চালিয়ে ১৯৯৯-এ তৎকালীন সরকারকে বাধ্য করেছিল প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ফেরাতে। ২০০৭-০৮-এ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের সামনে পিছু হঠতে হয়েছিল সরকারকে। ১৯২৪-এ অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ পথে নেমে প্রমাণ করেছিল তারা প্রতিবাদ করতে জানে। সব মিলিয়ে প্রতিবাদের প্রকৃত শক্তি হিসাবে জনশক্তির ভূমিকা আজ কোনও শাসকের পক্ষে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।

জনগণের দাবি উপেক্ষা করা শাসকের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে

যন্তর-মন্তরের এই বিরাট জয় শুধু শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ কিংবা কিছু প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে নতুন আইন তৈরিই নয়, আরও অনেক বড় তাৎপর্য নিয়ে দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এই বিরাট আন্দোলন একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শৃঙ্খলার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সরকারি কর্তা এবং শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা আন্দোলনে বিশৃঙ্খলার যত অপপ্রচারই করুন, বাস্তবে যন্তর-মন্তরের আন্দোলন ছিল পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ। আন্দোলন স্থলে মহিলা-পুরুষ মিলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটালেও সেখানে অশালীন কিছু ঘটেনি। আন্দোলন প্রমাণ করেছে, ব্যাপক গণআন্দোলন ছাড়া আজ শাসকরা এমনকি অত্যন্ত ন্যায্য একটি দাবিও মানতে রাজি নয়। আন্দোলন প্রমাণ করেছে, বিধানসভা কিংবা সংসদ, বিধায়ক কিংবা সাংসদরা আজ আর জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন না, জনস্বার্থের পতাকা বহন করেন না। তাই শাসক বিজেপি তো বটেই তথাকথিত বিরোধী দলগুলিকে, তাদের নেতাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেল না। বরং কংগ্রেসের মতো অন্য সব ভোটসর্বস্ব দলগুলিও কী ভাবে এই আন্দোলনের সুফল আত্মসাৎ করা যায়, তারই নানা ফন্দি ভেঁজে চলেছে। ছাত্র-যুবদের রাস্তার বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে, সরকারি দমন-পীড়নের সাহসী মোকাবিলাকে ভোটের বাক্সে কী ভাবে ঢোকানো যায় তারই নানা উপায় খুঁজে চলেছে। অন্য দিকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এই আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়ে সরকারকে ছাত্র-যুবদের দাবিগুলি মেনে নিতে বলেছে। দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ বলেছেন, এই আন্দোলন দেশের নিপীড়িত জনগণকে বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং তার সেবায় নিয়োজিত শাসকদের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম সংগঠিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। আন্দোলনের শুরু থেকেই এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও যেমন যন্তর-মন্তরে সক্রিয় অংশ নিয়েছে তেমনই রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলনের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অধিকাংশ মিডিয়া শাসক বন্দনায় ব্যস্ত

বিজেপি সরকার তার পেটোয়া সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে, যেগুলি গোদি মিডিয়া নামে কুখ্যাতি লাভ করেছে, লাগাতার প্রচার করেছে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অভাব-অভিযোগের ফয়সালা করার জন্য রয়েছেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। পরিবর্তে কোনও দাবিকে সামনে রেখে এ ভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষকে জড়ো করা আসলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ করা। শাসক দলের নেতারা এমনও অভিযোগ করেছিলেন যে, এই আন্দোলনের পিছনে বিদেশি শক্তি এবং তাদের টাকা কাজ করছে। যদিও তাদেরই সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আন্দোলনের জন্য বিদেশ থেকে টাকা আসার কোনও প্রমাণ সরকারের কাছে নেই। বাস্তবে আন্দোলনের তীব্রতার সামনে সরকার এতখানি কোণঠাসা হয়েছিল যে, আন্দোলনকে অবৈধ, অন্যায়, বেআইনি প্রভৃতি প্রমাণ করতে নানা কাল্পনিক অভিযোগ করেছে এবং পেটোয়া মিডিয়া সেগুলিকেই ছড়িয়ে দিয়েছে।

বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি যত একচেটিয়া আকার নিয়েছে, যত বেশি বেশি করে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তত তা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে, তত তা গণতন্ত্রের মুখোশটিকে খুলে ফেলে তার স্বৈরতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট মুখটিকে সামনে এনেছে। ততই বিরোধী সংসদীয় রাজনীতিও বেশি বেশি করে শাসক শ্রেণির স্বার্থেই পরিচালিত হয়ে চলেছে। তাই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে একটি দলের সরকারকে বদলে অন্য একটি দলের সরকারকে বসালেও শেষপর্যন্ত তা জনগণের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে শাসক শ্রেণির স্বার্থকেই রক্ষা করে। তাই গণতন্ত্রের নামে আজকের ভারতে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেরই রমরমা। জনগণের কোনও প্রকারে বেঁচে থাকার মতো দাবিগুলিও নেতা-মন্ত্রীরা অনায়াসে দুপায়ে মাড়িয়ে যায়। জনগণের মতামত বা প্রতিক্রিয়া আজ শাসকদের শুধুই পরিহাসের বিষয়। বিরুদ্ধ মতের কণ্ঠ আজ কঠোর আইনের ফাঁসে রুদ্ধ। নির্বাচন ব্যবস্থায় আজ আর জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন হয় না। একের পর এক নতুন আইন যেমন একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে তৈরি হয়ে চলেছে তেমনই সেই আইনগুলি জনগণের, শোষিত মানুষের সমস্ত প্রতিবাদকে, প্রতিরোধকে দমন করতেই কাজে লাগছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অপরিহার্য গণআন্দোলনের পরিসর

এই অবস্থায় যখন সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং তার প্রতিনিধিরা তাঁদের ঘোষিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অক্ষম এবং অকার্যকর হয়ে উঠেছে, মূল ধারার গণমাধ্যমগুলি কার্যত দখল হয়ে গিয়ে জনস্বার্থের পক্ষে ন্যূনতম খবর প্রচারেও অনিচ্ছুক হয়ে উঠেছে, স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির দখল নিয়ে সেগুলির মাথায় বসানো হয়েছে শাসক শ্রেণির পেটোয়া ব্যক্তিদের, যখন ভিন্ন মতকে কঠোর আইন দিয়ে প্রশাসনিক নির্মমতায় রুদ্ধ করা হচ্ছে, নির্বাচন যখন আর জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারছে না, বিচার বিভাগ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হয়ে উঠেছে তখন রাস্তার আন্দোলন তথা গণআন্দোলনই জনগণের ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্খার প্রকাশ এবং পূরণের একমাত্র মাধ্যম। এই আন্দোলন যতই শাসক শ্রেণি, তাদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার এবং শাসক দলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠুক, বর্তমান ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং বৈধ।

মনে রাখতে হবে, দিল্লির এই ছাত্র-যুব আন্দোলন কোনও সংগঠিত আন্দোলন ছিল না। সিজেপি কোনও সংগঠিত রাজনৈতিক দলও নয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুবরা তাঁদের নিজস্ব ক্ষোভকে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন। সাহস, দৃঢ়তা, স্থির লক্ষ্য তাঁদের জয় এনে দিয়েছে। এই আন্দোলন শিক্ষা দেয়, আন্দোলন যদি সংগঠিত হয়, যদি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে জনগণের নিজস্ব সংগঠনগুলির জন্ম দেওয়া যায়, যেগুলির পরিচালনা, পরিকল্পনা, নেতৃত্ব জনগণই দিতে পারেন, তবে সেই সংগঠিত আন্দোলনের দ্বারা জনগণের ন্যায্য দাবিগুলি আদায় করা সম্ভব। এস ইউ সি আই (সি) এই পথেই গণআন্দোলগুলিকে সংগঠিত করার মাধ্যমে জনগণের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর হুগলির রিষড়া আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড অনির্বাণ কুণ্ডু (বাপ্পা) ১৭ জুলাই রিষড়া স্টেশনে মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যান। এই মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাতেই জেলার কমরেডদের মধ্যে এবং এলাকাতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৪ বছর। তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে পূর্বতন বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর পার্টি সেন্টারে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েই তিনি কিশোর বয়সে কমসোমলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি হুগলি জেলায় আসেন। পার্টির জেলার কর্মীরা সকলেই কমরেড অনির্বাণ কুণ্ডুকে তাঁর গুণের জন্য আপন করে নিয়েছিলেন। এলাকার সাধারণ মানুষেরও প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা— কথার জড়তা, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির দুর্বলতা দলের আদর্শকে আয়ত্ত করার এবং ভাল কর্মী হবার সংগ্রামে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রবল শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করেই তিনি সর্বক্ষণ নিজেকে পার্টির কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন। পাড়ায় শিশু-কিশোরদের নিয়ে তিনি নিয়মিত মনীষী চর্চা করতেন। মনীষীদের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো লিখে রাখতেন এবং এই প্রক্রিয়াতেই দুই খণ্ডে মনীষীদের জীবনী সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। জ্ঞানচর্চার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির কারণে তাঁর পড়তে অসুবিধা হওয়ায় তিনি অন্যদের দিয়ে পড়িয়ে নিতেন। লিফলেট থেকে শুরু করে পার্টি এবং ফ্রন্ট ফোরামের সমস্ত পত্রিকা তিনি সংগ্রহ করতেন এবং যত্ন করে রাখতেন। পুরনো কোনও পত্রিকার প্রয়োজন হলে কমরেডরা তাঁর কাছে খোঁজ করতেন। পার্টির কাজে তাঁর ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এইরকম একটা সময়ে, পূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগেই কমরেড অনির্বাণ কুণ্ডুর জীবনাবসান হল।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার কমরেডরা ছাড়াও প্রতিবেশী এবং সাধারণ মানুষ ঘটনাস্থলে হাজির হন। মরদেহ প্রথমে রিষড়ায় তাঁর বাড়িতে ও পরে শ্রীরামপুর জেলা পার্টি অফিসে নিয়ে আসা হয়। দলের জেলা কমিটির সদস্য ও প্রয়াত কমরেডের মা নীলিমা কুণ্ডু এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্তের পক্ষে মাল্যদান করেন হুগলি জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রদ্যুৎ চৌধুরী। এ ছাড়াও রাজ্য কমিটির সদস্য প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, দলের হুগলি জেলা সম্পাদক কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনিরুদ্ধ কুণ্ডু, পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী সহ জেলার সমস্ত লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এবং ফ্রন্ট ফোরামগুলির পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। শ্রীরামপুরের বল্লভপুর ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

২৫ জুলাই রিষড়ার আমন্ত্রণ লজে কমরেড অনির্বাণ কুণ্ডুর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রিষড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সমীর সরকার। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কমরেড অনির্বাণ কুণ্ডু লাল সেলাম

সাম্যবাদের মূল নীতি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, 'কনফেশন অফ ফেথ'। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রশ্নোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মার্ক্সকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রশ্নোত্তরে লেখাটার উপর একটু ভাবনা-চিন্তা কোরো। আমার মনে হয়, এ ভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মার্ক্স-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রশ্নোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। ৫ আগস্ট এঙ্গেলসের ১৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করছি।

প্রশ্ন ঃ কমিউনিজম কী?

উত্তর ঃ কমিউনিজম হল সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির জন্য আবশ্যক শর্তাবলি সংক্রান্ত মতবাদ।

প্রশ্ন ঃ সর্বহারা শ্রেণি কী?

উত্তর ঃ সর্বহারা শ্রেণি হল সমাজের সেই শ্রেণি যারা জীবনধারণের রসদ জোগাড় করে সম্পূর্ণ ভাবে ও কেবলমাত্র শ্রম বিক্রি করে, কোনও রকম পুঁজি থেকে পাওয়া লাভ দিয়ে নয়। যাদের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, জীবন-মরণ, সমগ্র অস্তিত্ব নির্ভর করে শ্রমের চাহিদার উপর, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাল আর মন্দ পালা-বদলের উপর, লাগামছাড়া প্রতিযোগিতার ওঠা-পড়ার উপর। এক কথায় প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণি হল উনিশ শতকের শ্রমিক শ্রেণি।

প্রশ্ন ঃ তা হলে কি সর্বহারা শ্রেণি সব যুগে ছিল না?

উত্তর ঃ না। গরিব মানুষ আর মেহনতি শ্রেণি সব সময়েই থেকেছে। মেহনতি শ্রেণিগুলির বেশির ভাগই ছিল গরিব। কিন্তু আজকের দিনে যে পরিস্থিতিতে গরিব মেহনতি মানুষের বাস, তা আগে ছিল না। অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণি সব যুগে ছিল না। ঠিক যেমন এই ধরনের বল্গাহীন অবাধ প্রতিযোগিতার যুগও চিরকাল ছিল না।

প্র ঃ সর্বহারা শ্রেণির উদ্ভব হল কী ভাবে?

উত্তর ঃ শিল্প বিপ্লবের ফল হিসাবেই সর্বহারা শ্রেণির জন্ম হয়েছিল, যে বিপ্লব গত শতাব্দীর (অষ্টাদশ) দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে সংঘটিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে দুনিয়ার সমস্ত সভ্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্টিম ইঞ্জিন, সুতো কাটার নানাবিধ যন্ত্র, যন্ত্র চালিত তাঁত এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির বিপুল সম্ভার আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শিল্পবিপ্লব দ্রুতগতিতে বাস্তব রূপ নিতে থাকল। এই সমস্ত যন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় একমাত্র বৃহৎ পুঁজিপতিদের পক্ষেই তা কেনা সম্ভব ছিল। এই নতুন যন্ত্র এবং প্রযুক্তি উৎপাদনের পুরো পদ্ধতিটাকেই পাল্টে দিল। সাথে সাথে আগেকার কারিগর এবং হস্তশিল্পীদেরও উচ্ছেদ করে দিল। কারণ, হস্তশিল্পীরা তাদের পুরনো চরকা ও হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে যা উৎপাদন করত তার তুলনায় মেশিন এখন অনেক সস্তায় অনেক উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হল। এই সব যন্ত্রপাতিই শিল্পোদ্যোগকে পুরোপুরি তুলে দিল বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে এবং হস্তশিল্পীদের হাতে থাকা অকিঞ্চিতকর সম্পত্তিকে (যেমন— ছোটখাটো যন্ত্রাদি, তাঁত ইত্যাদি) নেহাত অকেজো জিনিসে পর্যবসিত করল। এই ভাবে অচিরেই পুঁজিপতিরা হয়ে গেল সব কিছুর মালিক। শ্রমিকদের হাতে আর রইল না কিছুই। এই ভাবেই বস্ত্রশিল্পে কারখানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সূচিত হল।

যন্ত্রপাতি ও কারখানা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হওয়ার সাথে সাথেই শিল্পোৎপাদনের সমস্ত শাখায়, বিশেষ করে পোশাক, মুদ্রণ শিল্প, মৃৎশিল্প ও ধাতুশিল্পে এই ব্যবস্থা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

কাজ ক্রমে ব্যক্তি শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্ত হতে থাকল। ফলে আগে যে কারিগর একাই কোনও একটি কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করত,

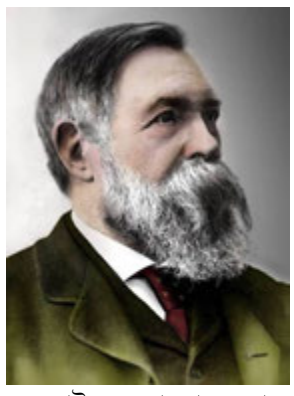

এখন সে করে কাজের কেবল অংশবিশেষ মাত্র। এই শ্রমবিভাজন আরও সস্তায় ও দ্রুতহারে উৎপাদন সামগ্রী প্রস্তুত সম্ভব করে তুলল। এই শ্রমবিভাগ ব্যক্তি শ্রমিকের কাজকে পরিণত করল সরল ও অনবরত পুনরাবৃত্ত যান্ত্রিক ক্রিয়ায়। এই উৎপাদন কেবলমাত্র মেশিনের দ্বারা সম্ভব হল তাই নয়, তা আরও ভাল ভাবে সম্পন্ন হল। সুতাকাটা ও বয়নশিল্পে যা ঘটেছিল, সে ভাবেই একে একে শিল্পের সমস্ত শাখা বাষ্পশক্তি, যন্ত্রশক্তি ও কারখানা ব্যবস্থার আওতায় চলে এল।

এরই সাথে সমস্ত শিল্প বৃহৎ পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হল এবং শ্রমিকরা আগে যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করত তার থেকে বঞ্চিত হল। বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিশাল বিশাল ওয়ার্কশপ খুলে যত বেশি বেশি করে দক্ষ ক্ষুদ্র হস্তশিল্পীদের উৎপাটিত করতে শুরু করল, ততই প্রকৃত উৎপাদন শিল্প শুধু নয়, এমনকি হস্তশিল্পজাত উৎপাদনও কারখানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় চলে এল। এর ফলে পুঁজিপতিদের খরচ যেমন অনেক বাঁচল, তেমনই শ্রমবিভাজনকে আরও বিস্তৃত করার সুযোগ মিলল।

এই রাস্তাতেই বর্তমান যুগের সভ্য দেশগুলিতে কারখানাভিত্তিক উৎপাদন পূর্বপ্রচলিত প্রায় সকল প্রকার শ্রম, হস্তশিল্প এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছে, সমস্ত প্রকার শ্রমই ব্যয়িত হচ্ছে কারখানায়। এই ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান হারে আগেকার মধ্যশ্রেণিগুলি, বিশেষত অপেক্ষাকৃত খুদে হস্তশিল্পীদের উত্তরোত্তর ধ্বংস করে দিয়েছে, সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে শ্রমিকদের আগেকার অবস্থান। দেখা দিয়েছে দু'টি নতুন শ্রেণি, যারা অন্যান্য সমস্ত শ্রেণিকে ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ করে দিচ্ছে, এই শ্রেণি দু'টি হল ঃ

(১) বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণি, এরা সমস্ত সভ্য দেশে ইতিমধ্যে প্রায় সামগ্রিক ভাবেই জীবনধারণের সমস্ত সামগ্রীর এবং সেগুলি উৎপাদনের জন্য আবশ্যক কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আর কল-কারখানা ইত্যাদির উপর একছত্র দখল কায়েম করে ফেলেছে। এরাই হল বুর্জোয়া শ্রেণি বা পুঁজিপতি।

(২) সম্পূর্ণ সম্পত্তিহীন শ্রেণি, যারা তাদের বেঁচে থাকার উপায় ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য বুর্জোয়াদের কাছে তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এদেরই বলা হয় সর্বহারাশ্রেণি বা সর্বহারা।

প্রশ্ন ঃ বুর্জোয়াদের কাছে সর্বহারাদের এই শ্রম বেচা চলে কোন শর্তে?

উত্তর ঃ অন্য যে কোনও পণ্যের মতো শ্রমও একটা পণ্য এবং সে সব পণ্যের মতোই একই নিয়মে তার দাম স্থির হয়। আমরা দেখব— বৃহৎ শিল্প কিংবা অবাধ প্রতিযোগিতার রাজত্ব— উভয় ক্ষেত্রেই একই রকম ভাবে— পণ্যমূল্য সব সময়ই মোটের উপর পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সমান। সুতরাং, শ্রমের মূল্যও শ্রমের উৎপাদন ব্যয়ের সমান।

কিন্তু শ্রম উৎপাদনের ব্যয় বলতে বোঝায়, সেই পরিমাণ জীবন ধারণের উপকরণের দাম, যতটুকু না হলে মজুর আগামী দিনে কাজ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারবে না এবং যা শ্রমিকশ্রেণিকে মরে শেষ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু দরকার, শ্রমের দাম হিসেবে তার থেকে একটুও বেশি মজুর পাবে না। অন্য কথায়, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সবচেয়ে কম পরিমাণই হবে শ্রমের দাম বা মজুরি। যেহেতু ব্যবসা কখনও ভাল চলে, কখনও মন্দ, তার ওপর নির্ভর করে মজুর তার শ্রমের মূল্যও কখনও বেশি, কখনও কম পায়। কিন্তু আবার ঠিক ভাবে ধরতে গেলে, একজন শিল্পপতির সময় ভাল চলুক বা মন্দ, গড়পড়তা পণ্য উৎপাদনের ব্যয়ের তুলনায় সে পণ্যের দাম কখনওই বেশি বা কম পায় না। অনুরূপে মজুরও গড়পড়তা ন্যূনতম মজুরির থেকে কম বা বেশি পায় না। বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদনের সমস্ত শাখার উপর যত বেশি পরিমাণে দখলদারি কায়েম করছে, তত কঠোর ভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে মজুরির এই নিয়ম।

প্রশ্ন ঃ শিল্প-বিপ্লবের আগে কোন কোন মেহনতি শ্রেণি ছিল?

উত্তর ঃ সমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্বে মেহনতি শ্রেণিগুলির জীবনযাত্রার পরিবেশ ছিল বিভিন্ন রকম। মনিব এবং শাসক শ্রেণিগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কও ছিল বিভিন্ন। প্রাচীনকালে মেহনতি জনগণ ছিল তাদের মালিকদের দাস, ঠিক যেমন এখনও তারা রয়েছে অনেক অনগ্রসর দেশে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশেও।

মধ্যযুগে তারা ছিল ভূস্বামী অভিজাতকূলের অধীনস্থ ভূমিদাস, যেমনটা এখনও রয়েছে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ডএবং রাশিয়ায়। এর সাথে মধ্যযুগে এমনকি শিল্প-বিপ্লব পর্যন্ত ছিল পেটি-বুর্জোয়া মনিবদের কাজে নিযুক্ত শহরাঞ্চলের হস্তশিল্পীরা। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প প্রসারের সাথে ক্রমে ম্যানুফ্যাক্টরি (ছোট কারখানা) শ্রমিকদের উদ্ভব ঘটেছিল। ধীরে ধীরে এখন তারাই বড় বড় পুঁজিপতিদের অধীনে কর্মরত।

প্রশ্ন ঃ দাসদের সাথে সর্বহারার পার্থক্য কোথায়?

উত্তর ঃ একবারেই পুরোপুরি ভাবে বিক্রি হয় দাস। সর্বহারা নিজেকে বিকোতে বাধ্য হয় প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়। একজন বিশেষ দাস, একজন বিশেষ মালিকের সম্পত্তি— আর কিছু না হলেও অন্তত মালিকের স্বার্থের খাতিরে এই দাসের জীবনধারণের উপায় নিশ্চিত থাকে, সেটা যত অকিঞ্চিৎকরই হোক। একজন ব্যক্তি সর্বহারা মানুষ কার্যত গোটা বুর্জোয়া শ্রেণির সম্পত্তি, কারও প্রয়োজন হলেই কেবলমাত্র তার শ্রম কেনা হয়। ফলে তার বেঁচেবর্তে থাকার কোনও গ্যারান্টি নেই। শুধুমাত্র সামগ্রিক শ্রেণিগত ভাবেই সর্বহারার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা আছে।

দাস থাকে প্রতিযোগিতার বাইরে, প্রলেতারিয়েতের অবস্থান সেটার মধ্যে। তাই এর যাবতীয় অনিশ্চিত ওঠা-পড়ার ফল তাকে ভুগতে হয়। দাস গণ্য হয় সামগ্রী হিসাবে, সমাজের একজন হিসাবে নয়। এর ফলে সর্বহারাদের তুলনায় তাদের টিকে থাকা হয়ত সহজ ছিল। যদিও সর্বহারা সংযুক্ত সমাজ বিকাশের একটা উচ্চতর স্তরের সঙ্গে। তার সামাজিক অবস্থানও দাসের চেয়ে উপরের স্তরে। সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানা সংক্রান্ত সম্পর্কের মধ্যে কেবল দাসত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করেই একজন ব্যক্তি-দাস মুক্তি পেয়ে সর্বহারায় পরিণত হতে পারে। অন্য দিকে সর্বহারা মুক্তি লাভ করতে পারে শুধু সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করার দ্বারাই।

প্রশ্ন ঃ ভূমিদাসদের সাথে সর্বহারার পার্থক্য কোথায়?

উত্তর ঃ উৎপাদনের একটা হাতিয়ার অর্থাৎ একটুকরো জমি থাকে ভূমিদাসের দখলে, যা সে ব্যবহারের অধিকারী। যার বিনিময়ে তাকে উৎপাদিত দ্রব্যের কিংবা পরিষেবা হিসাবে শ্রমের একাংশ দিতে হয়। সর্বহারা উৎপাদনের যে যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করে সেটা অপরের, সে কাজ করে সেই অপরের সুবিধার জন্য, তার জন্য সে পায় উৎপাদনের একাংশ। ভূমিদাস দেয়, সর্বহারাকে দেওয়া হয়। ভূমিদাসের জীবনধারণের উপায়ের নিশ্চয়তা থাকে, সর্বহারার থাকে না। ভূমিদাস থাকে প্রতিযোগিতার বাইরে, সর্বহারার অবস্থান সেটার মাঝে। ভূমিদাস মুক্ত হতে পারে তিনটি উপায়ে— সে শহরে পালিয়ে গিয়ে সেখানে হস্তশিল্পী হয়ে উঠতে পারে, অথবা সামন্তপ্রভুকে শ্রম আর উৎপাদিত দ্রব্যের বদলে টাকা দিয়ে স্বাধীন প্রজায় পরিণত হতে পারে। না হলে সামন্ত প্রভুকে উৎখাত করে সে নিজেই হয়ে উঠতে পারে সম্পত্তির মালিক। এক কথায়, কোনও না কোনও উপায়ে সে এসে যায় মালিক শ্রেণি আর প্রতিযোগিতার মধ্যে। অপর দিকে, প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সমস্ত শ্রেণিগত পার্থক্য লোপ করে মুক্ত হয় সর্বহারা।

(চলবে)

দুর্যোগ মাথায় নিয়েও বিশাল সমাবেশ

একের পাতার পর

সমাবেশের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। প্রশাসনিক টালবাহানায় সমাবেশের অনুমতি পেতেই গড়িয়ে গিয়েছিল জুলাই মাসের অধিকাংশটাই। প্রস্তুতির সময় ছিল সামান্য। এর ওপর রাজ্যের নানা জেলায় একটানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সমাবেশের দিনেও কলকাতা সহ নানা জেলায় প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই। তবু এই

দলের শিবপুর সেন্টারে মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

বিপুল জনসমাগম দেখিয়ে দিল মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নাম এবং তাঁর হাতে গড়া দল এস ইউ সি আই (সি) এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের অগ্রণী অংশের অন্তরে কত গভীরে স্থান করে নিয়েছে।

গাঢ় কালো আকাশের নিচে সুবিশাল লাল মঞ্চে সজ্জিত রক্ত পতাকা এবং মহান নেতার প্রতিকৃতি, উপস্থিত সকলের বুকে কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবি সংবলিত ব্যাজ। মনে তাদের গভীর আগ্রহ— আজকের পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয়ে নেতৃত্বের গাইডলাইন বুঝে নিয়ে তা পৌঁছে দিতে হবে জেলায় জেলায়, রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে। সমাবেশ সফল করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে দলের সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী-সাধারণ মানুষের কাছে হাত পেতে অর্থ সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। যেটুকু সময় পেয়েছেন, অবিরাম প্রচার চালিয়ে এই সমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান রেখেছেন প্রতিটি মানুষের কাছে। সমাবেশের ঘোষিত সভাপতি দলের প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য অসুস্থ থাকায় সভা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশীষ রায়। মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান

দলের কেন্দ্রীয় অফিসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য নেতা-কর্মীরা

করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, তাঁর স্মরণে রচিত সঙ্গীত ও কমসোমল বাহিনীর গার্ড অফ অনারের পর সভাপতি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তুলে ধরেন দিল্লির সাম্প্রতিক ছাত্র যুব আন্দোলনের কথা।

প্রধান বক্তা সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ভাষণের শুরুতেই বলেন, নিটের প্রশ্ন ফাঁসকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া দেশ জোড়া আন্দোলন দেখাল পুলিশের পেলেট গান, লাঠি, ইলেক্ট্রিক শক, মহিলাদের ওপর পুলিশের অশালীন আঘাত কোনও কিছুই গণবিক্ষোভকে আটকাতে পারে না। ফ্যাসিস্ট সরকারকে মাথা নত করতে হয়েছে। তিনি স্মরণ করান, পাঁচ বছর আগের কৃষক আন্দোলনে সাতশোর বেশি কৃষকের আত্মদানকে। তিনি বলেন, এই আন্দোলনের সামনে সরকার মাথা নত করলেও এতেই দুর্নীতি দূর হয়ে যাবে ভাবলে ভুল হবে। বিজেপির আমলে দুর্নীতি সীমাহীন হয়ে উঠেছে। যদিও বিজেপির বদলে কংগ্রেস বা অন্য কোনও দল এলেই এই দুর্নীতি দূর হবে তা ভাবার কোনও কারণ নেই। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। এই পচাগলা ব্যবস্থাই দুর্নীতির জন্মদাতা।

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের মঞ্চে নেতৃবৃন্দ

আন্দোলনে যখন গতি থাকে মানুষ অনেক সময় তলিয়ে ভাবে না। কিন্তু মূল শত্রু কে, কী পরিবর্তন প্রয়োজন তা যদি আন্দোলন করতে করতেই মানুষ না বুঝে নেয়, তা হলে অশেষ আত্মত্যাগের বিনিময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ফয়দা তোলে এক সরকারের বিরোধী অন্য কোনও একটা পার্লামেন্টারি দল। মানুষকে বুঝতে হবে ভোটে নয়, সমাজে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের রাস্তাতেই আসে প্রকৃত পরিবর্তন। না হলে বার বার ভুল দলকে ভোট দিয়ে মানুষ পরিবর্তনের কথা ভাববে, আর বার বার ঠকবে।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের অপশাসন দূর করে সোনার বাংলা গড়বে বলে বিজেপি ভোট চেয়েছিল। কেমন সোনার বাংলা করেছে? ওরা নির্বাচন কমিশনকে কব্জা করে, এসআইআর-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভোটারকে বাদ দিয়ে জয় হাসিল করেছে। কিন্তু এসেই গরিব বস্তিবাসী ও হকারদের উচ্ছেদ করছে। গোটা দেশে বিজেপির অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। সমস্ত ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বিজেপি। স্থায়ী কাজ এখন নেই বললেই চলে। লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। ওরা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে জিগির তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আজ দুনিয়ায় বহু দেশে পেটের দায়ে অনুপ্রবেশ করে মানুষ। ভারতীয়রাও দেশে দেশে কাজের জন্য ছুটছে। ইজরায়েলে, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে পর্যন্ত ভারতীয় বেকার যুবকরা যোগ দিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বিজেপির এক নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন তিনি নাকি ইট ছুঁড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সভা ভেঙে দেওয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নেতাজি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ তথা হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক ও ব্রিটিশ তোষণকারী রাজনীতির বিরোধী। কিন্তু নেতাজি এমন মানুষ ছিলেন যে, কংগ্রেসের যে নেতারা তাঁকে বহিষ্কার করেছিলেন, তাঁদেরই তিনি জনরোষ থেকে বাঁচিয়ে সসম্মানে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্বন্ধে বিজেপির মিথ্যাচার মানুষ মেনে নেবে না।

দুটি ক্ষেত্রে মারাত্মক আক্রমণের কথা তুলে ধরেন, কমরেড প্রভাস ঘোষ। এক দিকে বিজেপি সরকার শিক্ষার ওপর আক্রমণ করছে। ছাত্র বয়স থেকেই বিচার বোধ, বিজ্ঞান সম্মত মনন, যুক্তি করার ক্ষমতাকে মেরে দিতে সিলেবাসে নানা পরিবর্তন করছে। পৌরাণিক গল্প, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আনছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাকে ধ্বংস করে সনাতন ধর্ম, বেদ-বেদান্ত-মনুসংহিতার যুগে ছাত্রদের ঠেলে দিতে চাইছে। আর একটি আক্রমণ হচ্ছে, ওরা ছাত্র-যুব সমাজের নৈতিকতা ও চরিত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকারগুলো যেমন মদ-মাদকের প্রসার ঘটিয়েছে, বিজেপিও তাই করছে। ধর্ষকদের ওরা মালা পরাচ্ছে। নারী পাচার, ধর্ষণ, খুন বাড়ছে। রাজনীতিতে কোনও নীতির বালাই বিজেপি রাখছে না।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের উদ্দেশে বলেন, সুদূর ১৯৬৮ সালে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, বামপন্থাকে ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে পরিণত করলে, গায়ের জোর, সুবিধাবাদ ও যুক্তিহীনতাকে বামপন্থীরা প্রশ্রয় দিলে জনসংঘ, আরএসএস ওঁৎ পেতে আছে, সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আজ সেই পরিস্থিতি আমরা দেখছি। সিপিএম ৩৪ বছর

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

সরকার চালালেও তাদের অপশাসনে বামপন্থার প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে তাদের কর্মীদের সংগ্রামী মনোভাব ছিল। কিন্তু ১৯৬৭-র পর সরকারি গদির স্বাদ পেয়ে নেতারা ক্রমাগত বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতির রাস্তাতেই চলে গেছেন। ১৯৭৭-এর পর তাঁরা অন্য বুর্জোয়া শাসকদের মতোই জনবিরোধী শাসন চালিয়েছেন। শ্রমিক, কৃষকের ওপর পুলিশি অত্যাচার চালিয়েছেন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে ভয়াবহ অত্যাচার দেখে মানুষ তাদের সরকারের অবসান চেয়েছে। আমরা সে সময় সিপিএম-এর বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন করেছি, পরবর্তীকালে তৃণমূল সরকারে এলে তাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন করে গেছি। কিন্তু আন্দোলনের পরিবর্তে সিপিএম নেতারা ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন থেকে 'আগে রাম পরে বাম' স্লোগান তুলে তৃণমূলকে হারানোর জন্য বিজেপিকে ভোট দিতে বলেছেন। না হলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এতটা জায়গা করে নিতে পারত না। এবারের বিধানসভা ভোটেও তারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। তিনি বলেন, সিপিএম-এর ওপর আমাদের কোনও বিদ্বেষ নেই। তারা বামপন্থার পথে ফিরে এলে আমরা একসাথেই লড়তে চাই। বামপন্থী কর্মীদের বামপন্থার আদর্শ চর্চার ওপর তিনি জোর দেন। সিপিএম যে ভাবে পীরজাদা কিংবা কংগ্রেসকে সেকুলার বলে তুলে ধরছে, তা সঠিক কি না, সে দলের কর্মীদের কাছে তা ভেবে দেখার অনুরোধ জানান তিনি। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছে তিনি আহ্বান জানান, নিছক ভোটের স্বার্থে নয়, সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে আন্দোলনের রাস্তায় আসুন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আজকের দিনের 'চেঙ্গিস খান' হয়ে উঠছেন। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বে গোটা মধ্যপ্রাচ্য ছারখার হয়ে যাচ্ছে। একের পর এক যুদ্ধ চলছে। ট্রাম্প সার্বভৌম রাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করার মতো জঘন্য কাজ করেছে। পুঁজিবাদ পরিবেশ ধ্বংস করে মানব সভ্যতাকে বিপন্ন করছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ আহ্বান জানান— সভ্যতার এই সংকটের দিনে এগিয়ে আসুন। সংগ্রামী বামপন্থার প্রতিনিধি এস ইউ সি আই (সি) -কে শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে ব্যক্তিবাদ, স্বার্থপরতা, মানুষকে অমানুষ করে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এ ছাড়া কোনও হাতিয়ার নেই।

তাঁর ভাষণ শেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

আসামে ভয়াবহ বন্যা
গোদি মিডিয়ার নির্লজ্জ নীরবতা

আসামকে বন্যামুক্ত করার অমিত শাহের প্রতিশ্রুতি আবার একটি প্রতারণা বলে প্রমাণ হল। এ বারের বন্যায় আসামে সাতটি জেলা বন্যাকবলিত। তার মধ্যে শিবসাগর ও চড়াইদেও জেলা দুটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। বিগত ৬০ বছরে এত ভয়াবহ বন্যা আসামের মানুষ দেখেনি। নাগাল্যান্ডে মেঘভাঙা বৃষ্টি থেকে জলোচ্ছ্বাস এসে শিবসাগর ও অন্য জেলাগুলিতে ঘর ভেঙেছে, মানুষ গৃহহীন হয়েছে, গবাদি পশু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রও জলের তলায়। এখনও পর্যন্ত ৮১ জন মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। অথচ এই ভয়াবহ বন্যার খবর গোদি মিডিয়া তথা সরকারের ধামাধরা সংবাদমাধ্যমে নেই।

দুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণে দলের কর্মীরা

২০২১ সালে আসামে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে অমিত শাহ বলেছিলেন, পাঁচ বছরের মধ্যে আসামকে বন্যামুক্ত করব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। বিহারেও তিনি একই কথা বলেছিলেন। নির্বাচনে জয় এসে গেছে, প্রতিশ্রুতির ধোঁয়াও আকাশে মিলিয়ে গেছে। এই নির্লজ্জতাই আজ বুর্জোয়া রাজনীতির চরিত্র। ভোট চাই, সরকারের গদি চাই— মানুষ বাঁচল না মরল এ নিয়ে মন্ত্রীদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আসামের মুখ্যমন্ত্রী তো প্রতিদিন নিয়ম করে মুসলিম বিরোধী বিদ্বেষ ছড়ান অতি ঘৃণ্য ভাষায়। কত জন অনুপ্রবেশকারী ধরা হল বা তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরা হল কি না, তার জন্য বিজেপি নেতামন্ত্রীরা যতটা ভাবেন তার অর্ধেকও যদি মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবতেন তবে হয়তো মানুষের দুর্দশার সামান্য হলেও সুরাহা হত। এই ঘটনাগুলি বুঝিয়ে দেয় বুর্জোয়া রাজনীতিতে আজ জনকল্যাণের কণামাত্র নেই।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস এক বিবৃতিতে দলের কর্মীদের কাছে বন্যাকবলিত জনসাধারণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ছাত্র-যুব সংগঠনের পক্ষ থেকেও একই আহ্বান জানানো হয়েছে। তাতে সাড়া দিয়ে কর্মীরা জনসাধারণের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করে দুর্গত মানুষের মধ্যে বিলি করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যেও ত্রাণ সংগ্রহ করে দুর্গত এলাকায় পাঠানো হচ্ছে।

মহিলা আন্দোলনকারীদের গণধর্ষণের হুমকি আরএসএস নেতার
গ্রেপ্তারের দাবি এআইএমএসএস-এর

দিল্লি সহ সারা দেশে নিট প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের গুলি করে মারার নিদান দিয়েছেন কেরালার আরএসএস ও বিজেপি নেতা টিজি মোহনদাস। তিনি আন্দোলনকারী মহিলাদের গণধর্ষণ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন। এই নারীবিদ্বেষী জঘন্য মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে এআইএমএসএস-এর সাধারণ সম্পাদক ছবি মহান্তি ২৯ জুলাই এক বিবৃতিতে ওই আরএসএস নেতাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে, আরএসএস নেতার এই ন্যক্কারজনক মনোভাবের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

পাঁশকুড়ায় মহিলা খুন
থানায় গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

পাঁশকুড়া জয়কৃষ্ণপুরে মনিকা দাস নামে এক মহিলাকে নৃশংস ভাবে হত্যার প্রতিবাদে ৩১ জুলাই পাঁশকুড়া নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির আহ্বানে স্থানীয় গ্রামবাসীরা পাঁশকুড়া থানায় বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ডাঃ শ্রাবন্তী মণ্ডল, সিক্তা মাজী, সুপর্ণা বেরা, প্রকাশ পট্টনায়ক প্রমুখ। বিক্ষোভকারীরা দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

‘এর পরেও যদি না আসি, তা হলে আর কবে!’

অসীম সাহস আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তোলা বিদ্রোহী স্পর্ধার অনবদ্য উদাহরণ হয়ে থাকল দিল্লির যন্তরমন্তর। ‘এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে’— কবির এই আকুতিকে যেন মূর্ত রূপ দিয়ে গেল নিট পরীক্ষায় বার বার প্রশ্ন ফাঁসের দুর্নীতির হেস্তনেস্ত চেয়ে যন্তর মন্তরে সমবেত হওয়া দুর্বার ছাত্র-যুবরা।

আকাশ ছুঁয়েছিল স্বৈরাচারী শাসকের দম্ভ। অতলস্পর্শী দারিদ্র্য, ভয়াবহ বেকারত্ব আর মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় ক্রমাগত ঠোক্কর খেতে থাকা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেন হারিয়ে ফেলছিল সুদিনের আশা। নেতা-মন্ত্রীদের ‘আচ্ছে দিন’ আর ‘বিকশিত ভারত’-এর গগনভেদী স্লোগান শুনতে শুনতেই পরিকল্পনাহীন সরকারি নিদানে তাদের পেরিয়ে আসতে হয়েছে নোটবন্দি ও লকডাউনের দুঃসহ সময়কাল। সংসদে শুধু সংখ্যার জোরে সমস্ত গণতান্ত্রিক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শাসকরা কায়েম করেছে একের পর এক জনস্বার্থবিরোধী আইন। গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের ছেঁড়াফাটা জীবনটুকুকেও প্রতিনিয়ত তছনছ করে দিচ্ছে বুলডোজারের দাপট। আতঙ্কে কুঁকড়ে যাওয়া হতাশ মানুষ ভাল কিছুর আশা জলাঞ্জলি দিয়ে ভেবে নিয়েছিল— কোনও রকমে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারলেই অনেক!

দমবন্ধ এই পরিবেশের গুমোট ভাবটা যেন দমকা বাতাসে উড়িয়ে দিল দিল্লির যন্তরমন্তরের তরুণ প্রাণগুলো। আর মেনে নেওয়া নয় শাসকের অন্যায়। আসুক দুর্যোগ, আসুক ঝড়— মাথা নোয়াতে আর রাজি নয় এ দেশের তরুণদল। দিনের পর দিন শাসকের অজস্র অন্যায় সহ্য করতে করতে দেশের অযুত মানুষের বুকে জমে উঠেছিল ক্ষোভের দুর্ভার বোঝা। তাই নিট কেলেঙ্কারির ফয়সালা চেয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্তর্জালে রাতারাতি গড়ে ওঠা সিজেপি-র ডাকে দিল্লি ও তার আশপাশের রাজ্যগুলি থেকে কাতারে কাতারে ছাত্র ও তরুণরা যখন শামিল হল যন্তরমন্তরের অবস্থান বিক্ষোভে, তখন চারপাশ থেকে অসংখ্য সাধারণ মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের পাশে। বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সাহায্যের হাত। কে না এসেছেন সেদিন যন্তরমন্তরে! আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মায়েরাই শুধু নন, এসেছেন কৃষক, শ্রমিক, ছোট দোকানদার, রাস্তার হকার থেকে শুরু করে সন্তানকে কাঁধে চাপিয়ে বেসরকারি কোম্পানির ছোট চাকুরেরা পর্যন্ত। অকাতরে বিলি হয়েছে খাবার, জল, ওষুধ। দূর দূরান্তের মানুষ ডেলিভারি অ্যাপের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ফুটপাতের হকার সারা শরীরে চিপসের প্যাকেটের মালা জড়িয়ে ডাক দিয়েছেন আন্দোলনকারীদের— যার যত খুশি খাও। ডাক্তাররা দিনের পর দিন ক্যাম্প করে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছেন অক্লান্ত ভাবে। প্রৌঢ় মানুষ রাত জেগে শ্রান্তিহীন হাতপাখার বাতাস দিয়ে গেছেন ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের মাথায়-গায়ে।

এই ভাবেই দেশের মানুষ কোনও না কোনও ভাবে নিজেদের জড়িয়ে রাখতে চেয়েছেন ছাত্রদের এই লড়াইয়ের সঙ্গে। আসলে বুকের গভীরে জমে ওঠা প্রতিকারহীন যন্ত্রণার বাষ্প অযুত মানুষকে যেন ঠেলে পাঠিয়েছে যন্তরমন্তরে, দাঁড় করিয়ে দিয়েছে পুলিশ-র‍্যাফের নির্মমতার সামনে। বিহারের বেগুসরাই থেকে এসেছিলেন বছর আটত্রিশের রাজেশ সাউ। পুলিশের লাঠি অগ্রাহ্য করে দিনের পর দিন থেকে গেছেন যন্তরমন্তরে। পুরনো দিল্লির বাসিন্দা একত্রিশ বছরের নৃত্যশিল্পী শশাঙ্ক ছাত্রদের সংসদ অভিযানে বর্বর পুলিশি হামলা দেখে থাকতে পারেননি, ছুটে গেছেন যন্তরমন্তরে— ‘এর পরেও যদি না আসি, তা হলে আর কবে!’

এই ‘আর কবে’ প্রশ্নটি যেন অসহ্য আঘাত হেনে চলেছিল দেশের ছাত্র-তরুণদের বুকে। আর কবে হবে শাসক-শোষকদের অগাধ অন্যায়ের প্রতিকার! কবে ফুটবে ভোরের আলো অন্ধকার আকাশ জুড়ে! — এই আকুতি, এই গভীর যন্ত্রণাবোধ যন্তরমন্তরে টেনে এনেছে হাজারো ছাত্র-যুব, সাধারণ মানুষকে। দাঁড় করিয়ে দিয়েছে পুলিশ-র‍্যাফের নির্মম লাঠি-কাঁদানে গ্যাস-জলকামান-পেলেট গান এমনকি এ কে ৪৭-এর গুলির সামনে। অপরিসীম তেজে হাসিমুখে লড়েছে তারা। মার খেয়ে বুক চিতিয়ে দু’হাত দু’দিকে ছড়িয়ে এগিয়ে গেছে পেরেক-লাগানো ডান্ডাধারী পুলিশের দিকে। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে— আরও মারো, দেখি কত শক্তি আছে রাষ্ট্রের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর হাতে! পুলিশি নিপীড়নের দিকে হাসিমুখে তাচ্ছিল্য ছুঁড়ে দিয়েছে অদম্য তরুণ প্রাণগুলো। তারা ডাফলি বাজিয়ে গান গেয়েছে, জলকামানের মুখে দাঁড়িয়ে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে, পোস্টার লিখেছে, ভিডিও তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছে, ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস পরিবেশন করে গোটা পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলেছে। রাষ্ট্রের নির্মমতায় ভয় পেয়ে পিছু হঠা নয়, পেলেট গান আর রাইফেলের গুলির উত্তাপ শরীর পেতে নিতে নিতে সহযোদ্ধার পায়ে পা মিলিয়ে তারা এগিয়ে গেছে দাবি আদায়ের লড়াইয়ে।

অমিততেজ এই ছাত্র-তরুণদল একটি অমোঘ সত্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল। প্রমাণ করে দিয়ে গেল— মানুষের প্রতিবাদী চেতনা অবিনশ্বর। শাসক-শোষকের জুলুম কখনই শেষ কথা বলে না। আন্দোলনই পারে তাদের মুখের মতো জবাব দিয়ে দাবি আদায় করতে। যে তরুণ প্রাণগুলি আজ গোটা দেশকে জাগিয়ে দিয়ে গেল, সাহসে-তেজে-প্রতিবাদী স্পর্ধায় উজ্জীবিত করে গেল, অভিযোগ— তারা আত্মকেন্দ্রিক ও মোবাইলনির্ভর। কিন্তু শাসকের অন্যায় জুলুম যখন সীমা ছাড়াল, দেওয়ালে যখন পিঠ ঠেকে গেল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের, তখনই বন্যার স্রোতের মতো সমস্ত বাধা ঠেলে রুখে দাঁড়াল অযুত নিযুত তাজা প্রাণগুলিই। আন্দোলনের স্রোতে কোথায় ভেসে গেল আত্মসর্বস্বতা! সহযোদ্ধা সঙ্গীদের রক্ষা করতে পুলিশি বর্বরতার সামনে বুক পেতে দিতে মুহূর্ত দ্বিধা করল না তারা। আরও একটা বিষয়ও উল্লেখের দাবি রাখে। যন্তরমন্তরের এই আন্দোলনে তরুণদলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান সাহসিকতায় লড়েছে ছাত্রী ও তরুণীরাও। কিন্তু এতগুলি দিনের মধ্যে একটিবারের জন্যও তরুণদের কাছ থেকে কোনও রকম আপত্তিকর আচরণের শিকার হতে হয়নি তাদের। আন্দোলন তো এই নৈতিকতারই জন্ম দেয়, ইতিহাস বার বার তার সাক্ষ্য দিয়েছে। সংগ্রামের ময়দান মর্যাদাময়। সেখানে নারী-পুরুষ সকলেই সকলের সহযোদ্ধা সাথী।

তারুণ্যের এই জয়যাত্রাকে হাজারো কুর্নিশ। দেশ জুড়ে মন্দ্রিত হোক আঠারোর জয়ধ্বনি।

পাঠকের মতামত

নেতাজিকে আক্রমণ নীরব প্রশাসন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির অবদান বিরাট। এ কথা ভারত তথা সারা বিশ্বের মানুষ জানে। কিন্তু সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দলের সাংসদ বা সমর্থকরা দীর্ঘদিন ধরে সোস্যাল মিডিয়া এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করে চলেছে। নেতাজিকে ছোট করে দেখানো জাতীয় লজ্জা। সঠিক ইতিহাস না জেনেই তাঁরা বিচারক হয়ে উঠেছেন এবং জাতীয় ইতিহাসকে বিকৃত করছেন। নেতাজি দেশের তরুণ সমাজের স্বপ্ন, তাঁকে 'দেশনায়ক' বলেছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অথচ আজ তাঁকে নিয়ে শাসকদলের কিছু মানুষ কদর্য ভাষায় সাম্প্রদায়িক গালিগালাজ করছেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রশাসন নীরব।

মুদ্রার উল্টো পিঠে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে প্রশাসনের তরফে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির বাকস্বাধীনতা যেমন একটি মৌলিক অধিকার, তেমনই অন্যকে সম্মান করার দায়িত্বও সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রধানমন্ত্রী হোক কিংবা মুখ্যমন্ত্রী, কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অপমানজনক মন্তব্য কখনওই সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হতে পারে না। কেউ এই কাজ করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

পাশাপাশি প্রশাসনের বোঝা উচিত নেতাজি সহ জাতীয় মনীষীরা কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নন, তাঁরা সমগ্র জাতির গর্ব। তাই তাঁদের কেউ অসম্মান করলে দোষীর বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু নেতাজির মতো মনীষীদের ক্ষেত্রে প্রশাসনের এই তৎপরতা নেই কেন?

বিট্টু দেবনাথ
মালদা

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে কৃষক কনভেনশন

ভারত-মার্কিন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ বাতিল, উৎপাদন খরচের দেড়গুণ হারে এমএসপি আইনসঙ্গত করা সহ কৃষক ও খেতমজুরদের জীবনের একগুচ্ছ দাবি তুলে ধরে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ২৮ জুলাই দিল্লির মিন্টো রোডের সিভিক সেন্টার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল সংযুক্ত কিসান মোর্চার (এস কে এম) জাতীয় কনভেনশন। এতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে সহস্রাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন। বিভিন্ন রাজ্যের এসকেএম-এর গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নিয়ে গঠিত হয় কনভেনশনের সভাপতিমণ্ডলী। এ আই কে কে এম এস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান সভাপতিমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন এবং সমগ্র কনভেনশনটি পরিচালনা করেন। এ আই কে কে এম এস-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ সহ বিভিন্ন সংগঠনের ২৫ জন বক্তা বক্তব্য রাখেন।

কমরেড শংকর ঘোষ বলেন, কেন্দ্রের ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার ৫ বছর আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কৃষকদের কোনও দাবি পূরণ করেনি। উৎপাদন খরচের দেড়গুণ হারে এমএসপি আইনসঙ্গত করেনি, গ্রাহকবিরোধী বিদ্যুৎ বিল বাতিল করেনি শুধু নয়, কর্পোরেট স্বার্থে নতুন করে বিদ্যুৎ বিল ২০২৫ কার্যকর করে প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসাচ্ছে। বীজ বিল-২০২৫ চালু করে কৃষকদের কর্পোরেট পুঁজির আক্রমণের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ভারত-মার্কিন মুক্ত বাণিজ্য এফটিএ-র মাধ্যমে কৃষি ও ডেয়ারি শিল্পে যুক্ত কৃষক সহ আম জনতাকে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কৃষিপণ্যের নয়া বিপণন নীতি চালু করে ঘুরপথে পাঁচ বছর আগে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হওয়া কালা কৃষি আইন আবার চালু করতে চাইছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক মজুরদের ঋণ মকুব না করে কর্পোরেট সেক্টরকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দিচ্ছে। এই সরকার কর্পোরেটের স্বার্থে কৃষক-মজুরদের উপর একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ বছর হয়ে গেল এই ফ্যাসিস্ট কর্পোরেট সরকারের বিরুদ্ধে আমরা নানা ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচি করছি। দাবি আদায়ের জন্য আমরা জেলায় জেলায় বিক্ষোভ-ডেপুটেশন-ধরনা কর্মসূচি করেছি, সারা দেশে মহাপঞ্চায়েত বা মহাসমাবেশ সংগঠিত করেছি, জাতীয় সড়ক এবং রেল সড়ক অবরোধ করেছি, রাষ্ট্রপতির কাছে দাবি সনদ পেশ করেছি, কিন্তু সরকার সেই সব দাবিতে কান দিচ্ছে না। তাই আজ আমাদের এমন কর্মসূচি নিতে হবে যাতে সরকার দাবি মানতে বাধ্য হয়। এআইকেকেএমএস-এর প্রস্তাব ১৯ নভেম্বর দিল্লিতে কিসান-খেতমজুরদের লাগাতার ধরনা কর্মসূচি ঘোষণা করা হোক। কৃষকরা আগেই প্রমাণ করেছেন তাঁরা লড়তে পারেন, দাবি আদায় করতে পারেন। তাই গ্রামে গ্রামে আওয়াজ তুলুন ১৯ নভেম্বর দিল্লি চলুন। ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকারের কাছে আমরা মাথা নত করবে না। আমরা লড়ব, আমরা জিতব।'

সম্প্রতি গোটা দেশ জুড়ে ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনের কাছে ফ্যাসিস্ট মোদি সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। এই ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা কনভেনশনে উপস্থিত হয়ে সংহতি জ্ঞাপন করে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবকদের যুক্ত আন্দোলনের আহ্বান জানান।

কনভেনশন থেকে দেশজোড়া আন্দোলনের সাতটি দাবি গৃহীত হয়। দাবিগুলি হল— ভারত-মার্কিন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল এবং সমস্ত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করা, উৎপাদন খরচের দেড়গুণ হারে এমএসপি আইনসঙ্গত করা, চারটি শ্রমকোড বাতিল করা এবং সমস্ত শ্রমিকের ন্যূনতম মাসিক ২৬ হাজার টাকা মজুরি নির্ধারণ করা, এমজিএনআরইজিএ পুনরুজ্জীবিত করে জব কার্ডে বছরে ২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরি দেওয়া ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত হয় ১০ আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৮০তম বার্ষিকীতে দেশের ১০০০টি স্থানে জেল ভরো, রেল রোকো, রাস্তা রোকো ইত্যাদি আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করা হবে।

সিঙ্ঘু বর্ডারে দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে ৭৩৬ জন শহিদ কৃষকের স্মরণে শহিদ স্মারক গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তীব্র খরা-বন্যা-ভাঙন ইত্যাদি পরিবেশগত কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

খ্রিস্টানদের উপর একের পর এক হামলা 'ভয় আউট ভরসা ইন'?

পশ্চিমবঙ্গে পরপর তিনটি হামলা হল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের উপর। ২৮ জুন খড়্গপুরে বেথেল চার্চের উপর হামলা হয়। খ্রিস্টানরা একটি হ্যান্ডবিল বিতরণ করছিলেন। তা নাকি হিন্দু ধর্মে আঘাত করেছে। এ নিয়ে চার্চে হামলা চালানো হয়।

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার ফরিদপুর কলোনিতে গ্রেস চার্চে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। তারা প্রার্থনা চলাকালে আক্রমণ করে হল ভেঙে তছনছ করে দেয়। যাজকদের কোয়ার্টারে ঢুকে টাকা, মোবাইল ফোন, বিভিন্ন ট্রফি এবং গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সহ নানা জিনিস লুট করে। ঘটনার একদিন আগে দু'লাখ টাকা দেওয়ার জন্য চার্চ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করা হয়েছিল। কাটোয়া থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। ৫ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাজপুর-সোনারপুর পৌর এলাকায় নির্মীয়মান একটি চার্চের উপর হামলা হয়। ছাদ ভাঙা হয়। গির্জার মাথায় উঠে ক্রুশ ভাঙা হয়। সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও পুলিশের বক্তব্য, আক্রমণকারীরা আরএসএস অনুমোদিত হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্য। মঞ্চের বক্তব্য, খ্রিস্টানরা নাকি কিছু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করছিল এবং বেআইনি ভাবে চার্চ তৈরি করেছিল।

বেআইনি ভাবে চার্চ তৈরি হলে উপযুক্ত জায়গায় অভিযোগ দায়ের না করে কেন আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া? তা ছাড়া কেউ স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হলে বাধা দেওয়ার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? জোর করে ধর্মান্তরিত করলে অভিযোগ তো করবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ কেন? ধর্মান্তরকরণের জবাবে বঙ্গীয় খ্রিস্টান পরিষেবার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হেরোদ মল্লিক বলেন, ১৯৬১ সালে খ্রিস্টানরা ছিল বাংলার জনসংখ্যার ২.৪ শতাংশ। আজও তাই আছে। ধর্মান্তরকরণের ঘটনা প্রকৃতই ঘটলে খ্রিস্টান জনসংখ্যা এত কম হবে কেন? (সূত্রঃ টেলিগ্রাফ ১১ জুলাই ২০২৬)।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ ধর্মপালনের অধিকার ভারতীয় সংবিধান দিয়েছে। আবার কেউ চাইলে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। এমনকি কোনও ধর্ম পালন না করার অধিকারও মানুষের রয়েছে। ক্ষমতার দম্ভে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা একে অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু তাতে সত্য পাল্টে যায় না। 'ভয় আউট, ভরসা ইন' ছিল বিজেপির নির্বাচনী স্লোগান। কিন্তু ভোটের পর সংখ্যালঘু মানুষদের নানা ভাবে হেনস্থা করা চলছে। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের উপর নানা ভাবে চাপ তৈরি করা হচ্ছে। কোনও ধর্ম কি এমন শিক্ষা দিতে পারে? বাস্তবে ধর্মের নামে রাজনৈতিক আধিপত্য দেখানোর মহড়া চলছে। সংবিধানের নামে শপথ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সংবিধান মানলে তাঁকে সংখ্যালঘু এই ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও ধর্মাচরণের সাংবিধানিক অধিকারের উপর হামলা বন্ধকরতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। রঙ না দেখে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার এবং বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। 'আইনের শাসন' কথাটিকে মুখের কথায় বন্দি না রেখে বাস্তবে কার্যকর করতে হবে।

পতাকা পোড়ানোর নিন্দায় বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত ২৮ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, এই রাজ্যে প্রশাসনের উপস্থিতিতেই রাজনৈতিক দলের পতাকায় অগ্নিসংযোগ ও পদাঘাতের ছবি রাজ্যবাসীর সামনে উঠে এসেছে। ইতিমধ্যে দেশের জননেতার প্রতিকৃতির অবমাননা ও কুৎসিত নোংরা ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে।

এর আগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে একটি বিভাগে ফাইন আর্টসের ঐতিহ্য বিরোধী গেরুয়াকরণ করা হয়েছে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মূর্তি অপহরণ এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতির অবমাননা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজিকে আক্রমণ করা হচ্ছে। দেশের প্রধান শাসক দলের অনেক কর্মকর্তা রাজনৈতিক প্রচারের নামে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি ও বামপন্থীদের পিটিয়ে দেশছাড়া করার আহ্বান জানাচ্ছেন। নবজাগরণ, আপসহীন স্বাধীনতা আন্দোলনের উচ্চ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, অন্যায় অবিচার শোষণের বিরুদ্ধে বামপন্থী আন্দোলনের বলিষ্ঠ ধারা এই আচরণ অনুমোদন করে না। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।

দলের কোচবিহার অফিস ভাঙচুরের তীব্র প্রতিবাদ

বামপন্থী দলগুলি এখন বিজেপির আক্রমণের নিশানা হয়ে উঠেছে। ২৯ জুলাই ভোর ৩টায় জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে দিতে একদল বিজেপি-

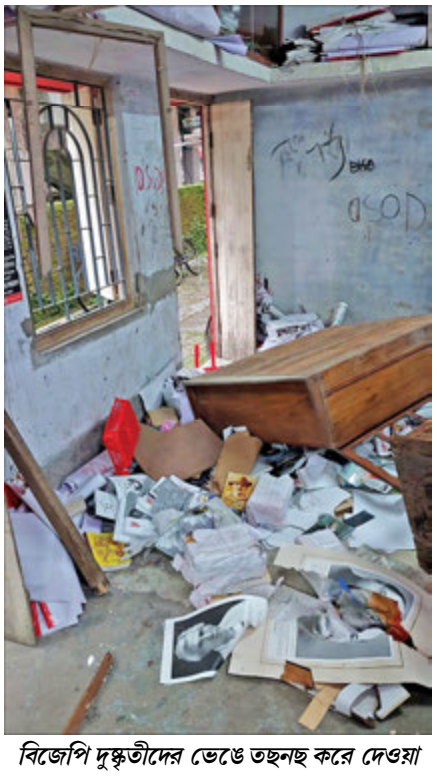

বিজেপি দুষ্কৃতীদের ভেঙে তছনছ করে দেওয়া কোচবিহার জেলা পার্টি অফিস

আশ্রিত দুষ্কৃতী লোহার রড ও শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কোচবিহার জেলা দফতরে ঢুকে আলমারি, চেয়ার, টেবিল, পাখা, মনীষীদের ছবি ভাঙচুর করে, বই সহ কাগজপত্র ছিঁড়ে তছনছ করে এবং আলমারি থেকে দলের বই বিক্রির প্রায় ১০ হাজার টাকা লুঠ করে। এর আগে ২৫ জুলাই দুপুরে ৪০-৫০ জন দুষ্কৃতী বিজেপি নেতা শিবশংকর সাহার নেতৃত্বে দলের মাথাভাঙা অফিস ভাঙচুর করে এবং ২৪ জুলাই কোচবিহার স্টেশনের কাছে এআইডিএসও-র বুকস্টল ভেঙে দেয়। একই দিনে তারা অন্য বামপন্থী দলের অফিসেও আক্রমণ চালায়। দলের পক্ষ থেকে থানায় এফআইআর করা হয় এবং জেলার বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়।

রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং জেলা সম্পাদক শিশির সরকার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। ২৯ জুলাই এক বিবৃতিতে রাজ্য সম্পাদক বলেন, ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি দুষ্কৃতীরা জেলা জুড়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে এবং পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছে। সরকার ঘোষিত আইনের শাসন এবং গুন্ডা দমনের ঘোষণা প্রহসন মাত্র। বাস্তবে বিজেপির বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলছি এবং আদর্শগতভাবে তাদের হিন্দুত্ববাদী এবং সাম্প্রদায়িক নীতির বিরোধিতা করছি বলেই এই আক্রমণ।

ডিজিপি-কে ডেপুটেশন

৩০ জুলাই প্রাক্তন সাংসদ ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ তরুণ মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডঃ তরুণকান্তি নস্কর, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ মৃদুল সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য অজয় চ্যাটার্জী ভবানী ভবনে ডিজিপি (আইন শৃঙ্খলা) অজয় রানাডের সঙ্গে দেখা করে হামলা বন্ধের দাবি জানান। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর তাদের দুষ্কৃতীরা যে ভাবে হাওড়া ও কোচবিহার এই দুই জেলায় পার্টি অফিস ভাঙচুর করল, ছাত্র সংগঠনের বুকস্টল ভাঙল— সেই সব ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবি করা হয়।

নাগরিক কনভেনশন

কোচবিহারের সাহিত্য সভা হলে ৩ আগস্ট এক নাগরিক কনভেনশনে জেলা জুড়ে বামপন্থী দলের কার্যালয় ভাঙচুর, ছাত্রাবাসে আক্রমণ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর ক্রমবর্ধমান আঘাতের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। জেলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাধারণ নাগরিকরা সোচ্চার হন।

সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নীহার কুমার হোড়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন বিশিষ্ট আইনজীবী দিলীপ চন্দ্র বর্মন। কনভেনশনে এসইউসিআই(সি), সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা ও মহকুমা দপ্তরে সশস্ত্র হামলা, আসবাবপত্র ভাঙচুর ও নথিপত্র তছনছ করার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। এআইডিএসও-র বুকস্টল ভাঙচুর ও 'যুবশক্তি' পত্রিকার কর্মসূচিতে বাধার ঘটনাকে ফ্যাসিস্ট আচরণ বলে অভিহিত করা হয়। আক্রমণের ছবি নিয়ে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। আচার্য বি এন শীল কলেজ হোস্টেলে হামলা এবং ছাত্র মিছিলে বাধা দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়। বিধানসভার স্পিকারের নিজের জেলায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করায় বক্তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অধ্যাপক তমোজিৎ রায়, অসিত দে (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক), পার্থ সরকার-সিপিআই, যশোদা রঞ্জন সরকার (ফরোয়ার্ড ব্লক), মুকুল বর্মন সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, ইউসুফ আলি

কোচবিহারে নাগরিক কনভেনশনে উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিকরা

জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলায় দলের শালতোড়া লক্ষ্মণপুর সাংগঠনিক কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড বিধান কুণ্ডু ৩০ জুন অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গোবিন্দ নগর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

তিনি '৮০-র দশকে দলের সংস্পর্শে আসেন। শুরু থেকেই দলের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ নেন। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে দলের সাথে যুক্ত করেন। তাঁর একটি ঘর দলের অফিসের জন্য দেন। তাঁর ধীরস্থির, অমায়িক ও মার্জিত ব্যবহার দলের কর্মী-সমর্থক ছাড়াও অন্যান্যদের আকৃষ্ট করত। ১৯ জুলাই লক্ষ্মণপুর মোড়ে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের প্রবীণ নেতা কমরেড কানাই মণ্ডল। রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে-জামাই সহ অন্যেরা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। কমরেড জয়দেব পাল সহ জেলা কমিটির সদস্য স্বপন নাগ, অঞ্জলি নন্দী ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ তাঁর গুণাবলির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি তুলে ধরেন।

কমরেড বিধান কুণ্ডু লাল সেলাম

ক্ষমার প্রহসন

গত ৩১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী এক ভিডিও বার্তায় আন্দোলনকারী তরুণ সমাজকে 'ক্ষমা' করে দেওয়ার যে আকস্মিক ঔদার্য দেখালেন, তা নিছক হাস্যকরই নয়, বরং এক চরম স্বৈরাচারী মানসিকতার নগ্ন প্রকাশ। সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে পথে নামা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। সেই স্পর্ধিত অধিকারকে যখন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক 'অপরাধ' বা 'ভুল' হিসেবে দেগে দিয়ে 'ক্ষমা'র মোড়কে উপস্থিত করেন, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এটি একটি ন্যায্য, কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে জনমানসে বেআইনি সাব্যস্ত করার এক সুচতুর ফ্যাসিবাদী কৌশল মাত্র।

মোদি শাসনের গত এক যুগে দেশে বেকারত্বের হার সমস্ত অতীত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। গত দশ বছরে ৮৯টি নিয়োগ ও প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি আজ এক অভাবনীয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। দুর্নীতির প্রশ্নে এই সরকারের দ্বিচারিতা আজ মানুষের সামনে নগ্ন। আন্দোলনের চাপে, পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁরই মন্ত্রিসভার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সদস্য ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগে বাধ্য করেন, তখন জনমানসে স্বচ্ছতার এক মেকি ছবি তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছিল। ঠিক তার পরদিনই প্রশ্ন ফাঁসে দায়ী মন্ত্রীকে সংসদে পাগড়ি ও উত্তরীয় পরিয়ে বিপুল সমাদরে বরণ করে নেওয়া হয়। একে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে চূড়ান্ত প্রতারণা ছাড়া আর কী বলা যায়? দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স'-এর যে বুলি প্রতিনিয়ত আওড়ানো হয়, তা যে নির্জলা রাজনৈতিক ভণ্ডামি, এই ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তরুণ সমাজ যখন এই বঞ্চনা, বেকারত্ব ও নীতিগত অসন্তোষের বিরুদ্ধে রাজপথে নামে, তখন তাদের 'ক্ষমা' করার বার্তাটি আসলে মূল দাবিগুলো থেকে নজর ঘোরানোর এবং আন্দোলনকে লঘু করার, হেয় করার এক ধূর্ত চাল। শাসকের এই বার্তার অন্তর্নিহিত অর্থটি হল ধরে নেওয়া যে সরকার সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত, যত ভুল ওই বেকার, বঞ্চিত আন্দোলনকারীদেরই! একটি দেশের তরুণ সমাজ যখন বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামে, তখন সরকারের উচিত নিজেদের নীতি বা শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলো নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করা। কিন্তু এই সরকারের সেই দায়বদ্ধতার লেশমাত্র নেই।

যে প্রধানমন্ত্রী আজ তরুণ সমাজকে 'ক্ষমা' করার ছদ্ম মহত্ত্ব দেখাচ্ছেন, তাঁর গত বারো বছরের শাসনকালের দিকে ফিরে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। এই এক যুগে দেশবাসী পেয়েছে কেবল মিথ্যাচারের মহাকাব্য আর 'জুমলা'র পাহাড়। তাঁর সরকারের একনায়কতান্ত্রিক ও হঠকারী নোটবন্দির সিদ্ধান্তে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে, কোভিডের সময় সরকারের চরম অপদার্থতার ফলে বিনা চিকিৎসায় কত হাজার নিরপরাধ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, দেশ তা ভোলেনি। কর্পোরেট-তোষণকারী কৃষি আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সাতশোর বেশি কৃষক রাজপথে নিজেদের রক্ত ঝরিয়েছেন, তা ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী আজ হঠাৎ কুকথার বিরুদ্ধে নীতিবাক্য শোনাচ্ছেন। তিনি শোনাতেই পারেন। কিন্তু তিনি নিজে, তাঁর দলের মন্ত্রী-নেতারা এবং মদতপুষ্ট ট্রোল বাহিনী সমাজে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চাষ করে চলেছেন, তার হিসাব কে দেবে? বিরোধী নেতানেত্রী তো বটেই, রামমোহন থেকে নেতাজি— দেশের বরেণ্য মনীষীদেরও প্রতিনিয়ত অপমান করতে ছাড়েনি এই শাসকদল। সংখ্যালঘুদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নিজে এবং তাঁর দলের বহু নেতা যে কদর্য ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তার জন্য কি তাঁরা ক্ষমা চেয়েছেন? সামাজিক মাধ্যমে মহিলাদের উদ্দেশে লাগাতার কদর্য আক্রমণ শানানো হয়েছে। বিশ্বমঞ্চে দেশের সম্মান যারা বৃদ্ধি করেছেন, সেই মহিলা কুস্তিগীররা যখন দিনের পর দিন রাস্তায় বসে যৌন হেনস্থার বিচার চাইছিলেন, তখন আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রীর বধির নীরবতা। দেখেছি নির্লজ্জের মতো যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত সাংসদকে আড়াল করার প্রচেষ্টা। ধর্ষক ও খুনিদের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যারা মালা পরিয়ে স্বাগত জানায়, তাদের মুখে নৈতিকতার বাণী মানায় না। দেশ জুড়ে বিদ্বেষ, বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে বিষবাষ্প গত বারো বছরে ছড়ানো হয়েছে, তার দায় কি প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই মেকি চোখের জলে ধুয়ে ফেলতে পারবেন?

এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় অপরাধ, দুর্নীতি, বঞ্চনা ও হত্যার দায়ে যেখানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীরই করজোড়ে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা, সেখানে তিনি উল্টে বিচারকের আসনে বসে সবাইকে 'ক্ষমা' করে দেওয়ার যে প্রহসনটি রচনা করলেন, তা সমগ্র দেশবাসীর প্রতি এক বিরাট প্রতারণা।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 79, No.: 2 Bengali Weekly 7 August, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

বালুরঘাটে ডি এম অফিসে
মোটরভ্যান চালকদের ব্যাপক বিক্ষোভ

জাতীয় সড়কে মোটরভ্যান চলাচলে পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে ২৭ জুলাই সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির ডাকে এক

হাজারের বেশি মোটরভ্যান চালক এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেন। বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠ থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে ডিএম অফিসে পৌঁছয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বালুরঘাট কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী বীরেন মহন্ত। ইউনিয়নের রাজ্য সহ সম্পাদক অংশুধর মণ্ডলের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল এডিএম-কে স্মারকলিপি দিলে তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং জাতীয় সড়কে মোটরভ্যান চলাচল যাতে বাধার সম্মুখীন না হয়, তা দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা সম্পাদক কার্তিক বর্মন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি জগদীশ সরকার, সম্পাদক অমৃত বর্মন, কৃষ্ণ রায়, জাহাঙ্গির আলম। শেষে অংশুধর মণ্ডল সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে জেলার সমস্ত মোটরভ্যান চালককে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

বিপ্লবী বামপন্থী দল এস ইউ সি আই (সি)-র মুখপত্র
গণদাবী পড়ুন ও গ্রাহক হোন
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - ১৫০ টাকা
সডাক - ১৬৫ টাকা

ইসকনকে মিড-ডে মিল ঃ কর্মীদের প্রতিবাদ নদিয়ায়

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, কলকাতার পর নদিয়া জেলায় মিড-ডে মিল প্রকল্প ইসকনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এর পর সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন এডিএম এবং জেলা পরিষদ দপ্তরে স্মারকলিপি দেয়। প্রবল রোদ উপেক্ষা করে শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মীর স্লোগানে মুখরিত হয় কৃষ্ণনগর শহর। ইউনিয়নের দাবি, বছরে ১০ মাস নয় ১২ মাসের ভাতা, সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, অবসরকালীন পাঁচ লক্ষ টাকা ভাতা দিতে

হবে। বেসরকারি সংস্থা ইসকনের হাতে মিড-ডে মিল প্রকল্প তুলে দেওয়া চলবে না। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সভাপতি কমরেড দীপক চৌধুরী, সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের জেলা নেত্রী বাতশোভা বেগম ও সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কল্যানী ব্লক কমিটির উপদেষ্টা দেবাশীষ ব্যানার্জী।

নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি
এসইউসিআই(সি)-র বিক্ষোভ ত্রিপুরায়

খাদ্যদ্রব্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, পাইপ লাইন গ্যাস ও জীবনদায়ী ওষুধের মূল্যবৃদ্ধিতে রাজ্যের রুজি-রোজগারহীন লক্ষ লক্ষ মানুষের বেঁচে থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার বিজেপি সরকার জনগণকে রক্ষা করতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ২০ জুলাই ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে বিক্ষোভ দেখায়। দাবি ওঠে— অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের কালোবাজারি, মজুতদারি বন্ধ করতে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, গ্রাম-পাহাড়ে শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে, আসাম-আগরতলা সড়ক, ধর্মনগর কৈলাশহর কমলপুর আগরতলা এই বিকল্প সড়ক সহ

রাজ্যের সমস্ত রাস্তা অবিলম্বে মেরামত করে চলাচলের যোগ্য করতে হবে, বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল, ফিক্সড চার্জ, ফুয়েল চার্জ ও ডিউটি চার্জ প্রত্যাহার করতে হবে এবং স্মার্ট মিটার বাতিল করতে হবে।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য মলিন দেববর্মা এবং সম্পাদক অরুণ ভৌমিক।

বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মরণ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুরের সন্তান বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের ৯৬তম আত্মাহুতি দিবস উপলক্ষে ২৭ জুলাই 'জয়নগর মজিলপুর সামাজিক সাংস্কৃতিক সমন্বয়ক মঞ্চ'র উদ্যোগে মূর্তিতে মাল্যদান, সৃজনী সংঘ থেকে দত্তবাজারে বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের আবক্ষ মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত পদযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আইএসআই বিলের বিরোধিতায় অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি

সম্প্রতি সংসদে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বিল ২০২৬ পেশ করা হয়। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর ২ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, এই বিল আইনে পরিণত হলে প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ কর্তৃক ৯৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত স্বশাসিত সেন্টার অফ এক্সেলেন্স আইএসআই বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি দফতরে পর্যবসিত হবে। আইএসআই কেবল এ রাজ্যে বা এ দেশে নয়, সারা বিশ্বে রাশিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা ও গবেষণায় স্বাধিকার সুনিশ্চিত করার ফলেই তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে। এই আইনের বলে বোর্ড অফ গভর্নরস হবে সরকার মনোনীত, ডিরেক্টর নির্বাচিত হওয়ার পরিবর্তে সরকার দ্বারা মনোনীত হবেন। এর ফলে শিক্ষণ ও গবেষণায় সরকারি হস্তক্ষেপ মসৃণ হবে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণের যে কথা বলা হয়েছে এই বিল তারই অনুসারী। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীকে এক বছর আগে স্মারকলিপি দিয়ে এই বিল সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিল। তিনি বলেন, আমরা আবারও তা বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি।

কারখানায় শ্রমিক নিরাপত্তার দাবি

২৫ জুলাই পূর্ব বর্ধমান জেলার পালিতপুরে একটি বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার ফার্নেসে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৩ জন শ্রমিক আহত হন। ২ জনের আঘাত গুরুতর। তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, রাজ্যে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা নেই। স্পঞ্জ আয়রন কারখানার মালিকরা কারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রম আইনের কোনও তোয়াক্কা করে না। অধিক মুনাফার লোভে তারা শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রায় করেই না। এআইইউটিইউসির দাবি— শ্রম দপ্তরকে অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় ইন্সপেকশন করতে হবে। শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানা চালানো এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপযুক্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

দুর্ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, আহত ২ শ্রমিকের অত্যাধুনিক চিকিৎসা এবং ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানান তিনি।

বৈধ ভোটারের নাম নথিভুক্তির দাবি

বাতিল হওয়া বৈধ ভোটারের নাম অবিলম্বে পুনর্বহালের দাবিতে ৩১ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরে খেজুরি-১ ব্লকে ডেপুটেশন দিল ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com